Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৪ মার্চ, ২০১৫

৩৮ বর্ষ ১২ সংখ্যা ২৩ মার্চ, ২০১৫, সোমবার, ৮ চৈত্র, ১৪২১

ভাতারে তৃণমূলি আক্রমণে নিহত সি পি আই(এম) কর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভাতার, ২৩ মার্চ : ভাতারের ধাকলসা গ্রামে তৃণমূলের আক্রমণে নিহত হলেন সি পি আই(এম)-এর সমর্থক মঙ্গল হেমব্রম। গতকাল সন্ধ্যায় স্থানীয় তৃণমূলের পক্ষ থেকে একটি মিছিল আদিবাসীপাড়ায় গিয়ে আদিবাসী মহিলাদের কটূক্তি করে এবং সি পি আই(এম) কর্মীদের বাড়ি বাড়ি আক্রমণ চালায়। তাদের আক্রমণে ১৩ জন আহত হয়ে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। গুরুতর আহত মঙ্গল হেমব্রম রাতেই মারা যান।

তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর সি পি আই(এম)-এর কামারপাড়ায় ভাতার-২ এল. সি. অফিস বন্ধ করে দেয়। গত ৮ ফেব্রুয়ারি মৃত মঙ্গলের পুত্র সনাতন হেমব্রমের নেতৃত্বে সি পি আই(এম) কর্মীরা ঐ অফিসটি খুলে পুনরায় কাজকর্ম শুরু করেন। তখন থেকেই স্থানীয় তৃণমূল দুষ্কৃতীরা ঐ অদিবাসী পাড়াকে টার্গেট করে বিভিন্ন সময় আক্রমণ করে এবং খুনের হুমকি দিতে থাকে।

আজ সি পি আই(এম)-এর জেলা অফিসে তাঁর মরদেহ নিয়ে আসা হলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন নিরুপম সেন, মদন ঘোষ, অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক প্রমুখ নেতৃবন্দ।

বড়লোকের পৌষমাস, গরিবের সর্বনাশ

কেন্দ্র ও রাজ্য বাজেটের অনুপম বিশ্লেষণ করলেন অসীম দাশগুপ্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২২ মার্চ : স্বাধীনতার পর এই প্রথম বেসরকারীকরণের দিকে রেলকে ঠেলে দেওয়া হলো। বিদেশি ও বহুজাতিক প্রভুদের খুশি করতে গিয়ে রেলকে বিক্রি করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন রেলমন্ত্রী 'প্রভু'। সাধারণ বাজেটে মূল্যবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানে ছাঁটাই করে দেশকে ধনীদের পৌষমাস এবং গরিবের সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়েছে বিজেপি সরকার। রাজ্যে পরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রণহীন বাজেট-প্রস্তাব করা হয়েছে যা নৈরাজ্যের সংস্কৃতির পরিপূরক। ফলে রাজ্যে শিল্পে, কৃষিতে ঘোর সংকট। বিশেষ করে শস্যভাণ্ডার বর্ধমান জেলা আরও আক্রান্ত হবে।

২২ মার্চ কেন্দ্রের রেলবাজেট, সাধারণ বাজেট এবং রাজ্য বাজেটের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এমনই মত উঠে এল বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ অসীম দাশগুপ্তর বক্তব্যে। সি পি আই(এম) বর্ধমান শহর জোনাল কমিটির উদ্যোগে ভিড়ে ঠাসা সংস্কৃতি প্রেক্ষাগৃহে তিনি কেন্দ্রীয় বাজেট, রেল ও রাজ্য বাজেট বিশ্লেষণ করছিলেন। সংস্কৃতির বাইরেও মানুষ ধৈর্য ধরে বক্তৃতা শুনেছেন। অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ধমানের মানুষের মন জয় করলেন ডঃ অসীম দাশগুপ্ত।

রাজ্য বাজেট কেন এই প্রথম কেন্দ্রের সাধারণ বাজেটের একদিন আগে পেশ হলো তা তুলে ধরেন শ্রী দাশগুপ্ত। কেন্দ্রের পাওনা ধরে রাজ্যের আয় ও ব্যয়ের বাজেট পেশ হয়। জেনেশুনে পরিকল্পিতভাবে ঢিলেঢালা, অনিয়ন্ত্রিত বাজেট পেশ করা হয়েছে। যাতে করে এক খাতের টাকা অন্যখাতে পরিকল্পনা বহির্ভূত ভাবে খরচ করা যায়। যাতে মেলা, উৎসব, ক্লাব, দান খয়রাতি করে ভোট কেনা যায়। এ এক নৈরাজ্যের সরকারের উপযুক্ত বাজেট। কোনো দায়বদ্ধতা নেই মানুষের প্রতি। বামফ্রন্ট সরকারের ওপর দোষ চাপিয়ে ঋণের ব্যাপারে মানুষকে বারে বারে বিভ্রান্ত করছেন। স্বাধীনতার পর থেকে বামফ্রন্ট যাবার সময় রাজ্যের ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৯২ হাজার কোটি টাকা। সেটা এখন চার বছরে ২ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি ছাড়াবে। শিল্পের ব্যাপারে এবং কৃষিতে বিভ্রান্তিকর তথ্য দেখানো হচ্ছে। ফলে বাজেটের থেকে প্রস্তাবিত রাজস্ব আদায় কমছে।

কেন্দ্রের সাধারণ বাজেটকে

—এরপর চারের পাতায়

আলুচাষিদের আত্মহণনের পথে ঠেলে দিচ্ছে সরকার

শক্তিগড়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ আলুচাষিদের

ছবি : শঙ্কর ঘোষাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২২ মার্চ : আত্মহত্যা করে আত্মসমর্পণ নয়। বাধ্য করতে হবে সরকারকে ৮ টাকা দরে আলু কিনতে। স্বীকৃতি দিতে হবে জেলার ৭ জন আত্মঘাতী কৃষকের পরিবারকে। এই দাবিতে আজ কৃষকদের এন. এইচ-২ রাস্তা অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়। শক্তিগড়ের কাছে আমড়ার জাতীয় সড়কের ওপর আলু আর ধানের বস্তা ফেলে দিয়ে দেড় ঘন্টা ধরে চলে অবরোধ। বর্ধমানগামী, কলকাতাগামী বাস, ট্রাক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। বিবেকবান চাষিরা জরুরি অ্যাম্বুলেন্স সহ গাড়ি ছেড়ে দেয়। হাজার হাজার ভুক্তভোগী চাষি রাস্তায় শুয়ে শ্লোগানে মুখর হয়—কৃষক-বিরোধী সরকারকে সমস্ত আলু কিনতে হবে, প্রশাসনকে এখনই আলোচনায় বসতে হবে। আশেপাশের গ্রামের মানুষও জড়ো হয় এই অবরোধে। ছড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভের আগুন। অবশেষে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা ছুটে এসে অবরোধ তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানান।

বামপন্থী কৃষক নেতৃত্ব প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা সেরে অবরোধ তুলে নেন। যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। ঘোষণা করে জানান হয় আধিকারিকরা আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল। জেলার আত্মঘাতী কৃষক পরিবারে গিয়ে তদন্ত চালিয়ে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। ৮ টাকা দরে কেনার জন্য রাজ্য সরকারকে জানানো হবে। কৃষক নেতা অমল হালদার ঘোষণা করেন এখানেই আন্দোলন শেষ নয়। জেলার বামপন্থী বিধায়কদল আগামী ২৪ মার্চ জেলার ৭ জন আত্মঘাতী কৃষক পরিবারের কাছে যাবে। সত্য ঘটনার রিপোর্ট সরকারকে দেবে। এছাড়া আত্মঘাতী পরিবারকে নিয়ে জেলাশাসকের কাছে বিক্ষোভ জানানো হবে।

কৃষকসভার জেলা সম্পাদক আব্দার রাজ্জাক মণ্ডল এক প্রশ্নের উত্তরে জানান, কৃষক আত্মহত্যা যদি না হবে তাহলে সরকার মামলা করছে না কেন? স্বেচ্ছামৃত্যু আইনত দণ্ডনীয়। সরকার স্বীকৃতিও দেবে না, মামলাও করবে না। আলুও কিনছে না। শুধু ভাওতাবাজি দিয়ে সরকার চলবে তা আর হবে না। তিনি জানান, এই সমস্যা হবে জেনে আমরা ৩১ জানুয়ারি জেলা প্রশাসনকে ডেপুটেশন দিই। তারপর থেকে ধানের দর কমছে। সরকারি দাম ৮২৬ টাকা। বস্তা বিক্রি হচ্ছে ৬৮০ টাকা বস্তা। মিল ধান কিনছে না। আলু অবিক্রি। বোরোচাষ অনিশ্চিত। সমস্যা বেড়েই যাচ্ছে। বাধ্য হয়েই মানুষের অসুবিধা করে প্রশাসনের ঘুম ভাঙাতে এই অবরোধ। উপস্থিত ছিলেন কৃষকনেতা অচিন্ত্য মণ্ডল, গণেশ চৌধুরী, নন্দ পণ্ডিত, শ্যামলেন্দু মুখার্জী, নূর মহম্মদ সহ অন্যান্য বামপন্থী নেতৃবৃন্দ।

মানুষের অসুবিধা করে কেন এই অবরোধ? প্রশ্ন করতেই শক্তিগড়ের হাসান সেখ জানান—আমরা আত্মহত্যা করে যাব আর আপনার ছুটে আসবেন, ছবি তুলবেন, লিখবেন। সরকারও বলবে পারিবারিক ঝগড়ায় মৃত্যু। ওসব চাপান উতেরে নেই। সরকারকে বাধ্য করতেই এই রাস্তা অবরোধ। এ সরকার কৃষক-বিরোধী সরকার। ক্লাবকে দেবে আর মেলা-খেলা করতেই টাকা শেষ করবে। চাষির জন্য এ সরকার নয়। তিনি এবার ১২ বিঘা আলু চাষ করেন। বিঘা পিছু খরচ হয়েছে ২১,০০০ টাকা। ১৩০ টাকা দরে ৩০০ প্যাকেট বিক্রি হয়েছে। ৩০০ প্যাকেট আলু হিমঘরে। ৬০০ প্যাকেট আলু এখনও মাঠে। সরকার এখনও এক ছটাক আলু কেনে নি। মহাজনের কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ।

পলেমপুরের সত্যজিৎ মাঝি জানালেন, তিন বিঘা ভাগচাষ করতে ১৬, ০০০ টাকা মালিককে দিয়েছে। বিঘা পিছু খরচ ২২,০০০ টাকা। ৩০০ প্যাকেট আলুর ১০০ প্যাকেট মাঠে বিক্রি হয়েছে ১৫০ টাকা বস্তা। বাকি আলু মাঠে পড়ে। মহাজনের কাছে ঋণ ৬০ হাজার টাকা। সরকার এখনও আলু কেনেনি।

কালনার সাধারণ সভায় অমল হালদার

দুর্নীতিগ্রস্ত, অপদার্থ নৈরাজ্যের শক্তিকে পরাস্ত করুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২২ মার্চ : রাজ্যে এমন একটি দুর্নীতিগ্রস্ত, অপদার্থ, নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী শক্তি বিরাজ করছে যে, গোটা নাগরিক জীবনই ধ্বংস হতে বসেছে। তাই এদের হাত থেকে বাঁচতে হলে এই অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করতেই হবে। আসন্ন পৌর নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ কালনার পুরশ্রী মঞ্চে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় বললেন, সি পি আই(এম)-এর রাজ্য কমিটির সদস্য তথা বর্ধমান জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক অমল হালদার। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডা. গৌরাঙ্গ গোস্বামী, স্বপন ব্যানার্জী, অরুণাভ চক্রবর্তী প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন তপন ভৌমিক। উপস্থিত ছিলেন মহিলা নেত্রী অঞ্জু কর, সুকুল শিকদার, সনাতন টুডু, করুণা ভট্টাচার্য প্রমুখ।

অনিবার্যকারণবশত অন্যসংস্কৃতি পাতাটি এবারে প্রকাশিত না হওয়ায় আমরা দুঃখিত—সম্পাদক।

পুরশ্রী হলের উপচে পড়া বামকর্মীদের সাথে কালনা পুরসভার ১৮ জন প্রার্থীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

এদিন অমল হালদার বলেন, সিঙ্গুরে কারখানা তৈরি হয়ে যাওয়ার পরও এই অশুভ শক্তি গাড়ি উৎপাদন করতে দেয়নি। তৈরি কারখানা গুজরাটে চলে গেছে। আর এ রাজ্যে শিল্প-কারখানা হবে না। পড়াশোনা করা শিক্ষিত ছেলেরা কোথায় যাবে? চাষ করবে? সে সুযোগওতো নেই। কারণ চাষ করে ফসল ফলিয়ে দাম পাচ্ছে না কৃষকরা। দেনার দায়ে তাদের আত্মহত্যা করতে হচ্ছে। এই সরকারের আমলে ১০৬ জন কৃষক দেনার দায়ে আত্মহত্যা করেছেন। তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে না সরকার। বরং মদ্যপের তকমা লাগিয়ে তাদের অপমান করা হচ্ছে। অথচ হাজার হাজার কোটি টাকা বাজার থেকে দেনা করে এই সরকার মোচ্ছব করছে, মেলা করছে। ভোটের দিকে তাকিয়ে ক্লাবগুলিতে অকাতরে টাকা বিলোচ্ছে। সরকারি কর্মচারীরা ডিএ পাচ্ছে না। কৃষক, ক্ষেতমজুর, শ্রমজীবী মানুষের কাজের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হওয়ায় তাদের হাতে পয়সা নেই। মার খাচ্ছেন ব্যবসায়ীরাও। তাই অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করুন।

নতুন চিঠি

২৩ মার্চ, ২০১৫

আলুর দাম নেই, চাষি-বিক্ষোভ বাড়ছে

'আশায় মরে চাষা'। সরকারের আলু কিনবে এই ভরসায় আলু ওঠার পরও মাঠে পড়ে রয়েছে আলু। অবিক্রি আলু যদি সরকার কেনে কোল্ডস্টোরেজে আলু রাখার জায়গা নেই। শয়ে শয়ে আলু বোঝাই ছোট গাড়ি দাঁড়িয়ে রাস্তার দু-পাশে।

এদিকে সরকার জেলাতে এখনও পর্যন্ত ৫ টাকা ৫০ পয়সা কেজি দরে ৭০০ প্যাকেট আলু কিনেছে। যা সমুদ্র থেকে ১ কাপ জল তোলার সমান। জেলা প্রশাসন সপ্তাহে ১৩০০ মেট্রিক টন আলু কিনবে। এখনও পর্যন্ত সব পঞ্চায়েতে আলু কেনাই শুরু হয়নি। স্টোরও বন্ধ। সব আশাতে জল পড়ায় লোকসানের বোঝা এবং মহাজনের ঋণফাঁদ থেকে মুক্তি পেতে বেছে নিচ্ছে আত্মহত্যার পথ।

এখনও পর্যন্ত জেলাতে ৬ জন আলুচাষি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। আলু কেনা শুরু হওয়ার পরও তিনজন চাষি আত্মঘাতী হন। ২১ মার্চ কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হন কালনা এবং জামালপুর ব্লকের দু'জন চাষি। জেলার ৬ জন চাষির মধ্যে চার জনই ভাগচাষি।

কালনায় আত্মঘাতী হয়েছেন শিবরামপুর গ্রামের বিজয় হাঁসদা(৩৮)। জামালপুরের বিষ্ণুবাটি গ্রামের অতুল লেট (৩৮)। বিজয় হাঁসদার ছোট ভাই সঞ্জয় হাঁসদা বলেন, প্রায় ৫ বিঘা জমি ভাগে চাষ করে মহাজনের কাছে টাকা ধার নিয়ে সার, কীটনাশক, জমির মালিককে টাকা দেওয়া নিয়ে বিঘা পিছু ২৫ হাজার টাকা খরচ হয়। আলু ওঠার পর ১১০ টাকা বস্তা (৫০ কেজি) বিক্রি হওয়ায় মাথায় পড়ে বাজ। হতাশায় কীটনাশক খেয়ে নেয়।

জামালপুর ব্লকের বিষ্ণুবাটি গ্রামের আত্মঘাতী চাষির স্ত্রী পার্বতী লেট জানান, মহাজনের কাছে চল্লিশ হাজার টাকা দেনা হয় পাঁচ বিঘা চাষ করতে। ভেবেছিল সরকার কিনলে কিছুটা ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া যাবে। সে আশায় জল পড়লে কীটনাশক খেয়ে নেয় অতুল লেট। ২১ মার্চ ভোরে মৃত বলে ঘোষণা করে জামালপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

সরকার সহায়কমূল্যে আলু কিনতে শুরু করলেও তা নিতান্তই দায়সারা। আলুর দর বৃদ্ধি তো দূরঅস্ত, আত্মহত্যার মিছিল দীর্ঘ হচ্ছে। পারিবারিক কারণে মৃত্যু বলে সরকার দেখাবার চেষ্টা করলেও চাষিদের বিক্ষোভ বাড়ছে।

নতুন চিঠির সাহিত্যের আড্ডা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২১ মার্চ : নতুন চিঠি'র মাসিক সাহিত্য সভা আজকের চিঠি সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হল আজ। এবারের বিষয় ছিল কবিতা পাঠ। প্রতি মাসের তৃতীয় শনিবার এই সাহিত্যসভা আয়োজন করে চলেছে 'নতুন চিঠি'। আগামী সাহিত্য সভা হবে ১৮ এপ্রিল। বিষয় গল্প পাঠ। পড়বেন শহর ও জেলার প্রথিতযশা কথা শিল্পীরা। এবারে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন অজয় রঞ্জন বিশ্বাস, সলিল ভট্টাচার্য, কার্তিক গাঙ্গুলী, পম্পা দাসকান্ত, রীতা বসু ধর, রীনা কুন্ডু, বিকাশ বিশ্বাস, নমিতা রাউৎ, উর্মিলা প্রসাদ প্রমুখরা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা দ্ধকঅদ্দেরন অরুণ মজুমদার। সভাপতিত্ব করেন নতুন চিঠি'র সম্পাদক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য।

এল. আই. সি-র নতুন প্রকল্প

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৭ মার্চ : ভারতীয় জীবন বিমা নিগম বাজারে নিয়ে এল চারটি নতুন প্রকল্প যোজনা। জীবন লক্ষ, জীবন সঙ্গম, চিলড্রেন্স মানিব্যাক প্ল্যান ও বরিষ্ঠ পেনশন বিমা যোজনা। এদিন বর্ধমান ডিভিশনাল অফিসে এক সাংবাদিক বৈঠক ডিভিশনাল ম্যানেজার কৌশিক কুমার ঘোষাল বলেন, ৪ মার্চ ২০১৫ তে জীবন সঙ্গম ও চিলড্রেন মানিব্যাক পলিসিগুলি বাজারে এসেছে। জীবন সঙ্গম এসেছে ১২ মার্চ ২০১৫। শিশুদের বিমা যোজনা ও জীবন সঙ্গম পলিসিটি নেওয়ার শেষ সময় ১ জুন ২০১৫। এছাড়াও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মৃগাঙ্গ গোড়া, অসীম কুমার দাঁ, কুমার ইন্দ্ররাজ, শ্যামাপদ মাজি, সজল রাজা প্রমুখ বিমা আধিকারিকবৃন্দ।

এক ডজন প্রশ্ন

১. চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা কবে ইংরেজ সরকারের অস্ত্রাগার আক্রমণ করেছিল?
২. 'মৌমাছি' কোন সাহিত্যিকের ছদ্মনাম? তাঁর কবে কোথায় জন্ম?
৩. তিউনিসিয়া দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম কবে চীন দেশে গিয়েছিলেন?
৫. নামিবিয়া দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
৬. পারস্য দেশের নাম কবে ইরান হয়েছিল? পারস্য কবে স্বাধীন হয়?
৭. সুকুমার সেন কবে ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হন? কোন তারিখ পর্যন্ত এই পদে ছিলেন?
৮. বাংলা ও বিহারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে কবে চালু করেন?
৯. বিপ্লবী নায়ক মাস্টারদা সূর্য সেন কবে কোথায় জন্মান? কবে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন?
১০. কার নেতৃত্বে কেরালায় কবে প্রথম কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়?
১১. বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী কালিদাস নাগ কবে কোথায় জন্মান? মৃত্যু কবে?
১২. বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর কবে কোথায় ফাঁসি হয়েছিল? এদিন আর কোন বিপ্লবীর ফাঁসি হয়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

পটাটো চিপ্(স)

আলুর ভয়

পঞ্চাকাকার পাঁচালী

ভাইপো

ওপাড়ার সত্যকাকা ডান হাতে একটা লাঠি, বাঁহাতে একটি হ্যারিকেন আর কাঁধের গামছায় মুড়ি আর জল নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। পঞ্চাকাকা তখন নিত্যদিনের বৈঠকে বসে তাস খেলতে খেলতে অন্য বুড়োদের সঙ্গে রেডিওতে কৃষিকথার আসর মন দিয়ে শুনছিল। সত্যকাকাকে দেখেই পঞ্চাকাকা হাঁক পাড়লেন, ওহে সত্য এই সন্ধ্যেবেলায় হাতে লণ্ঠন নিয়ে কোথা যাচ্ছো?

সত্যকাকা বললো, এই একটু আউষের মাঠে যাবোগো খুড়ো। এই বলে সত্যকাকাও এসে বৈঠকখানায় বসে পড়লো। উনিও রেডিওতে কৃষিকথার আসরে মন দিলো। খুব চিন্তিত হয়ে গালে হাত দিয়ে বসে রেডিওর অনুষ্ঠানটি শুনছে।

—কাকা জিজ্ঞাসা করলো, তা এসব লোটাকম্বল নিয়ে এখন মাঠে যাচ্ছো কেন? ছেলেরা কেউ নেই নাকি?

—না গো খুড়ো, সবাই আছে। ছেলেরা তো সারাদিন ধরে আলু তুলতে ব্যস্ত। আজ আবার ছোটছেলে কিছু বস্তা আলু স্টোরে ভরতে গেছিলো। তাই ওদের বললাম, তোরা একটু বাড়িতে বিশ্রাম নে, আমি মাঠ দিয়ে ঘুরে আসি। আজ আমি রাতে মাঠে পাহাড়া দেব।

তাস খেলতে-খেলতে কেষ্টাকাকা বলে উঠলো—হা রে সত্য, তা এখন মাঠে পাহাড়া দেবার কী আছে? আরে এবার যা আলু হয়েছে, আর যা আলুর দাম, তোর আলু কেউ চুরি করলে চোরের লোকসান হবে। হাঃ হাঃ হাঃ। কী বলো পঞ্চাখুড়ো? কাকার দিকে ইশারা করে বললো।

—তোমার চাল খুড়ো। কেষ্টাকাকা-পঞ্চাকাকা তাসের পার্টনার। খেলা চলছে, কৃষি কথার আসরও শেষ হলো। এবার শুরু হবে স্থানীয় সংবাদ। এখন রেডিওতে পরশ-পটাশের বিজ্ঞাপন চলছে।

সত্যকাকা বললো, না রে কেষ্টা তার জন্য মাঠ পাহাড়া দিতে যাচ্ছি না।

পঞ্চাকাকা জানতে চাইলো, তা হলে?

—আর বলবে না খুড়ো। এখন সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে আলু তুলছে ছেলেরা। সেই আলু তো মাঠে গাদা করে পড়ে আছে। আলু চুরি করে করুক, ভয়—যদি কেউ তার আলু আমাদের গাদায় ঢেলে দিয়ে যায়। তারজন্য রাত জাগছি গো খুড়ো।

—বলো কি সত্য? —কাকা অবাক হয়ে ওঠে।

—হ্যাঁ গো, খুড়ো, এটাই এখন বড়ো ভয়।

'আজকের বিশেষ-বিশেষ সংবাদ' —বলে স্থানীয় সংবাদ শুরু হলো—'আজ সারা রাজ্যে তিনজন আলুচাষি আত্মহত্যা করেছে ...।' —খবরটা শুনেই সকলে খেলা বন্ধ করে দিল আর সত্যকাকা মুখটা ফেকাসে করে লাঠি-লণ্ঠন নিয়ে মাঠের দিকে রওনা দিল।

আলুর শোক

পঞ্চাকাকা সকালে হাতে সেই পরশমার্কা হলুদ থলেটা নিয়ে হাটে যাচ্ছে। রাস্তায় দেখা সূর্যমাস্টারের সঙ্গে। সূর্যমাস্টার ভ্যান রিক্সায় দু-বস্তা আলুর উপর বসে বাড়ি ফিরছে। উনি কালনার দিকে কোথাও একটা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। কাকাকে দেখে দাঁড়ালো। পঞ্চাকাকা বললো, কী সূর্যমাস্টার এত সকালে বাড়ি এলে কী ব্যাপার? তাও আবার আলুর বস্তা নিয়ে?

সূর্যমাস্টার বললো—আর বলো না খুড়ো, স্কুলে ছুটি পড়ে গেল, তাই বাড়ি চলে এলেম। হপ্তাখানেক ছুটি তো।

—তা এখন আবার কীসের ছুটি? কাকা জিজ্ঞাসা করলো।

—পটাটো লিফটিং হোলি-ডে

—সেটা আবার কোন হলি-ডে?

সূর্যমাস্টার হেসে বললো, আরে খুড়ো আমি যে জায়গায় মাস্টারি করি সেই এলাকাটা আলুর উপর দাঁড়িয়ে আছে। ছোট-বড়ো কেউ বাদ যায় না, সবাই আলু চাষ করে। বলতে পারো এটাই এদের প্রধান জীবিকা। ধার-দেনা করেও সবাই আলু চাষ করবেই। এদের কাছে আলুই জীবন, আলুই মরণ। লোকসান হলেও এরা আলু চাষ ছাড়ে না। দু-বার লোকসান হবে তো একবার লাভ হবেই। এই আশায় এরা বুক বাঁধে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ খুড়ো, এতো আলু চাষ আমি জীবনে দেখিনি। তা এখন স্কুলে ছেলেরা আর ঠিকমতো আসছে না। স্কুল প্রায় ফাঁকা। দু-একটা ছাত্র। আবার এলাকাটা গরিব, আদিবাসী আর সামান্য মধ্যবিত্তের বাস। সেদিন এক ছাত্র অগাস্টিন টুডু-কে বললাম —হাঁ রে স্কুল আসছিস না কেন? ও বললো বাবার সাথে মাঠে আলু তুলছে। ওর বাবা সোনুরাম টুডু ধারদেনা করে এবার অনেক ক'বিঘে জমিতে আলু চাষ করেছে। ওরাই তো এই দু-বস্তা আলু দিলো খেতে। তাই পটাটো লিফটিং হোলি-ডে দিয়ে বাড়ি চলে এলাম।

—আসছি গো খুড়ো, বলে সূর্যমাস্টার বাড়ির দিকে গেল আর পঞ্চাকাকাও সামনের গ্রামে হাট করতে চলে গেল।

বাড়ি এসে কাকা হাত মুখ ধুয়ে কিছু জলখাবার খেয়ে খবরের কাগজটা নিয়ে পড়তে বসলো। কাগজের প্রথম পাতায় ধর্ষণ, খুন, রাহাজানি, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এইসব খবর দেখে দেখে কাকা খুব বিরক্ত। তাই কাকা জেলার পাতা আগে পড়ে। জেলার পাতায় কাকা দেখলো বড়ো করে ছেপেছে এক আলুচাষির আত্মহত্যার ছবি। পাশে পরিবারের সবাই কান্নায় ভেঙে পড়েছে। ছবির ক্যাপশন—কালনাতে আলুচাষির আত্মহত্যা। খবর বিস্তারিত পড়ে কাকা জানলো যে, কালনাতে সোনুরাম টুডু নামে এক আলুচাষি অভাবি বিক্রির ফলে আত্মহত্যা করছে। তার একমাত্র নাবালক পুত্র অগাস্টিন টুডু পিতৃহারা হলো। যদিও এ ঘটনাকে প্রশাসন আত্মহত্যা বলতে নারাজ। জানিয়েছে পারিবারিক বিবাদে আত্মহত্যা। যদিও ওর পরিবার বলতে এক পুত্র, আর স্ত্রী।

কাকা পাতাটা বন্ধ করে খেলার পাতায় চলে গেল, দেখলো হেডিং—ধোনীর ধামাকায় ভারত শেষ আটে।

আলুর ব্যাপারী

প্রশাসন নাকি আলু কিনছে। পঞ্চাকাকারও সামান্য আলু চাষ আছে, তাই খবরটা শুনে সত্যকাকাকে নিয়ে বিডিও অফিসে গেল। সকাল-সকাল যাওয়ায় বিডিও সাহেব ফাঁকাই ছিলেন। —আসবো স্যার? বিডিও সাহেব ফোনে ব্যস্ত ইশারায় আসতে বললেন এবং ইশারাতেই বসতে বললেন। কাকা ও সত্যকাকা সামনের চেয়ারে বসলেন। কাকা মনে মনে ভাবলেন—যাক্ এরকম বিডিও তিনি আগে কখনও দেখেননি, যিনি আসতে বললেন এবং বসতেও বললেন। ভাবলেন ভদ্রই আছেন, যাক্ দুটো কথা বলে সুখ হবে।

বিডিও সাহেব ফোনটা রেখে শুধালেন, বলুন কী বলবেন?

—স্যার আমরা শুনলাম যে বিডিও অফিসে নাকি আলু কেনা হবে?—পঞ্চাকাকা জানতে চাইলেন। সত্যকাকা চুপ করে পাশেই বসে আছেন। কিছুটা সিটকে বসে আছেন।

—হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, তবে .... আবার ফোন এসে গেল। বিডিও সাহেব ফোনটা ধরেই বললেন, হ্যাঁ স্যার বলুন। কাকা বুঝে গেলেন ডি.এম, এস.ডি.ও. কেউ একজন হবেন।

—হ্যাঁ স্যার, আমার সব রেডি। কাল থেকেই কেনা শুরু করবো।... আবার চুপ। ও প্রান্তের কথা শুনছেন। আর বলছেন, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার ...।

—হ্যাঁ স্যার আমি চেষ্টা করবো। তবে স্যার আমার ব্লকে আমি কিনবো, কিন্তু অন্য ব্লকের কীভাবে কিনবো? ... আবার চুপ .... হ্যাঁ স্যার .... দেখি স্যার কাউকে পাই কিনা .... ওকে স্যার। বলে ফোনটা রেখেই বিডিও কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল। কাকা একটু ইতঃস্তত করছে যে আর কি কিছু বলা যাবে? বিডিও সাহেব নিজেই বললেন, হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আর বলবেন না, এ ডি এম সাহেবের ফোন। বলুনতো আমার ব্লকে যা কোটা দিয়েছে তা আমি কিনে নেব, কিন্তু বলে কি অন্য চার-পাঁচটা ব্লকের হয়ে আলু কিনে দিতে হবে এবং আমার কেনা আলু অন্য ব্লকে বিক্রি করতে হবে। তার মানে কী দাঁড়ালো? বিডিওদের এবার সকাল থেকে আলু নেবে গো—আলু নেবে—বলে খদ্দের খুঁজতে বেরোতে হবে। ভাবুন?

—কাকা একটু মুচকি হাসলেন। কিছু বললেন না।

—হ্যাঁ, আপনাদের কী চাই বলুন?

—স্যার, আমাদের যা আলু হয়েছে তা সব তো আর স্টোরে রাখা যায়নি। স্টোর মালিকরাও এনিয়ে কারাকারি করছে নিজেদের মতো করে। তা আমরা যদি আমাদের অতিরিক্ত আলুটা প্রশাসনের কাছে বিক্রি করতে পারতাম তা হলে ভালো হতো।

—হুঁম! তা সরকার তো আপনার সব আলু কিনতে পারবে না। সরকার চাষি প্রতি হয়তো ২৫-৩০ বস্তা আলু কিনবে। প্রতি সপ্তাহে আমরা ৯০০ বস্তা মতো কিনবো। এই সপ্তাহটা কিনবো তারপর কি হবে জানি না।

—এতে কি আর সমস্যা মিটবে স্যার? প্রায় এখনও চারশো বস্তার মতো আলু পড়ে আছে। কী হবে স্যার?

—তাতো আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে অফ্ দ্য রেকর্ড একটি কথা বলি শুনুন। এসব ঢপের কীর্তন। আগে ধান কেনার সময় দেখেননি। ঢাক ঢোল পিটিয়ে অনেক কিছু করলেও বাস্তবে কী হয়েছে সেটা আমার থেকে আপনারা ভালোভাবে জানেন। চেক্ বাউন্সও হয়েছে। আর এবার আলুর ক্ষেত্রেও তাই হবে। বাই-দ্য-বাই, সব কথা তো আর সবার সামনে বলা যায় না। মনের দুঃখ মনেতেই রাখতে হয়।

—সে তো বটেই স্যার।

আবার ফোন এলো অন্য এক বিডিওর। কথা শুনে কাকা বুঝলেন বিডিওরা এখন আলু ব্যবসায় নেমে পড়েছেন। সব কাজ ফেলে শুধু আলুর কেনাবেচা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

—বুঝলেন, শুধু কেনাই নয়, সেই আলু আবার সঙ্গে সঙ্গে আই সি ডি এস বা অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে পাঠাতে হবে। সেটা কি সম্ভব? কত আলু যে পচে যাবে, নষ্ট হবে কে জানে? দূর! দূর! দূর! শেষে আলু-ধান কেনাবেচা করেই চাকরি জীবনটা শেষ করতে হবে।

—নমস্কার স্যার। তাহলে আসি। কাকা জোড়হাত করে নমস্কার জানালো।

—আসুন। বিডিও চোখ না তুলেই কাজ করতে-করতে বললেন।

কাকা ও সত্যকাকা অফিসের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে আলু চাষির লম্বা লাইন।

রাণাঘাট গণধর্ষণকাণ্ডে গর্জে উঠলো জেলার সর্বস্তরের মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২১ মার্চ, বর্ধমান : রাণাঘাট গণধর্ষণকাণ্ডে আবার মুখ পুড়লো রাজ্য সরকারের। নির্যাতিতা ৭২ বছরের বৃদ্ধা শেষ পর্যন্ত রাজ্য ছাড়লেন। মধ্যমগ্রাম কাণ্ডের পর আবার এই ঘটনায় রাজ্যবাসী ক্ষুব্ধ রাজ্য সরকারের ওপর। ঘটনার ৯ দিনের মাথায় অভিযুক্তদের ধরতে পারলো না সি আই ডি। ব্যর্থতা ঢাকতে সি.বি.আইকে দায়িত্ব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কাটোয়াতেও এক বৃদ্ধাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়। মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও কোনো ধর্ষক আজ পর্যন্ত শাস্তি পায়নি। তাই গর্জে উঠলো সর্বস্তরের মানুষ।

১৩ মার্চ মধ্য রাতে নদীয়া জেলার রানাঘাট মহকুমার গাংনাপুরের ডন বস্কোপাড়ার কনভেন্ট অব জেসাস অ্যাণ্ড মেরী হাইস্কুলে ৭২ বছরের শিক্ষিকা গণধর্ষণের শিকার হন। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানালো সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি বর্ধমান শহর জোনাল কমিটি। ১৫ মার্চ বিকালে মহিলা সমিতির উদ্যোগে এই ঘৃণ্য ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বর্ধমান শহরের কার্জনগেটের সম্মুখে প্রথমে সভা ও পরে মিছিল কার্জনগেট চত্বর পরিক্রমা করে। গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে এদিন বক্তব্য রাখেন গৌরী ব্যানার্জী, শিখা সরকার, মৈত্রী সরকার, রূপা কোঙার প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন পারুল ঘোষ।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষা সমিতি, বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে ১৭ মার্চ বিকালে কার্জনগেটের সামনে জমায়েত ও মিছিল সংগঠিত হয়। এখানে শিক্ষক ও শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা মোমবাতি জ্বালিয়ে ঘটনার প্রতিবাদ জানান। সমিতির জেলা সম্পাদক সুদীপ্ত গুপ্ত জানান, রাণাঘাটের এই বর্বরোচিত আক্রমণের ঘটনায় নিন্দা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়।

১৮ মার্চ রাজ্যের সাথে জেলার বিভিন্ন প্রান্তেও ধিক্কার জানিয়ে মৌন মিছিল সংগঠিত হয়। এদিন বর্ধমান শহরেও মহিলারা মুখে কালো কাপড় বেঁধে মোমবাতি নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল বের করেন। এদিন বীরহাটা পার্বতী মাঠ থেকে মিছিল শুরু হয়ে কার্জনগেট, পার্কাসরোড হয়ে শেষ হয় স্টেশনে। মিছিলে ছিলেন গণআন্দোলনের নেতা অমল হালদার, আভাষ রায়চৌধুরী, আইনুল হক, তাপস সরকার, কালিশঙ্কর পাল, গৌরী ব্যানার্জী, অপূর্ব চ্যাটার্জী, গণেশ চৌধুরী প্রমুখ। মিছিলে সামিল হন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, আইনজীবী, চিকিৎসক, নাট্যকর্মী ও লেখক, কবি, সাহিত্যিকরা।

ভাতার, কেতুগ্রাম, রায়না, খণ্ডঘোষ, মঙ্গলকোট গুসকরা, গলসি, জামালপুর, কালনা, কাটোয়া, দুর্গাপুর, আসানসোল সর্বত্র ধর্ষণকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে মিছিল হয়। রাণাঘাটকাণ্ডে পিছিয়ে নেই ছাত্রছাত্রীরাও। ১৯ মার্চ ভারতের ছাত্র ফেডারেশন বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে ধিক্কার জানিয়ে মিছিল হয়। বর্ধমান স্টেশন চত্বর থেকে শুরু হয়ে জি টি রোড, কার্জনগেট হয়ে বি সি রোড, তেঁতুলতলা বাজার হয়ে পার্কাস রোডে চার্চের সামনে মিছিল শেষ হয়। মিছিলে ছিলেন জেলা সম্পাদক দীপঙ্কর দে, রাজ্য কমিটির সদস্য বিনোদ ঘোষ, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য চন্দন সোম, সৌমেন কার্ফা প্রমুখ।

''চেয়ে দেখ আজ; মাতা মেরী ওই মানুষের দরবারে শীর্ণা দুহাতে মুখ ঢাকে লজ্জায়''—এই মর্মস্পর্শী পোস্টারকে সামনে রেখে রাণাঘাটের বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনীর উপর নারকীয় অত্যাচারের প্রতিবাদে আসানসোলের জাগ্রত জনতা পথে নামলেন। প্রাথমিকভাবে এদিনের মৌন মিছিলের উদ্যোক্তা বাম গণসংগঠনগুলি হলেও আসানসোল কর্পোরেশনের সামনে থেকে বুধবার মিছিল শুরু হলে দেখা গেল সমাজের সর্বশ্রেণির মানুষের উপস্থিতিতে এটি একটি সর্বজনীন প্রতিবাদ মিছিলের চেহারা নিয়েছে। এমনকি গীর্জার ফাদাররা, যাঁদের নিজস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়া অন্য কোনো মিছিল মিটিং-এ হাঁটতে দেখা যায় না, তাঁরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিছিলে হাঁটলেন। মিছিল জি.টি রোড হয়ে সিটি বাসস্ট্যাণ্ডের লেনিনমূর্তির সামনে পৌঁছলে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ও আসামীদের এখনও ধরা না পড়ার প্রতিবাদে গণ-আন্দোলনের নেতা পার্থ মুখার্জী, মনোজ দাস, ফাদার স্বপন রোজারিও প্রমুখ ভাষণ দেন।

ছবি : পঙ্কজ রায় সরকার, দুর্গাপুর

ছবি : আব্দুস সবুর, বর্ধমান

ছবি : সঞ্জয় প্রামাণিক, রানিগঞ্জ

জেলার চারটি পুরনির্বাচন ২৫ এপ্রিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৯ মার্চ : রাজ্যের সঙ্গে বর্ধমান জেলার ৪টি পুরসভার নির্বাচনের নির্ঘন্ট জারি হয়ে গেল। কার্যকর হয়ে গেল আচরণবিধি। আগামী ২৫ এপ্রিল বর্ধমান জেলার দাঁইহাট, কালনা, কাটোয়া ও মেমারি এই চারটি পুরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এদিন জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে জেলাশাসক ড. সৌমিত্র মোহন এবং পুলিশ সুপার কুনাল আগরওয়াল এক সাংবাদিক বৈঠকে এই নির্ঘন্ট প্রকাশ করলেন। এছাড়াও বৈঠকে হাজির ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক রত্নেশ্বর রায় এবং ইলেকশন ওসি সৈকত গাঙ্গুলী। জেলাশাসক বলেন, চারটি পুরসভার নির্বাচনে ১৮ মার্চ থেকে মনোনয়নপত্র জমা নেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গেছে। এই প্রক্রিয়া চলবে আগামী ২৫ মার্চ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত। ছুটির দিন বাদে মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করা হবে আগামী ২৬ মার্চ সকাল ১১টা থেকে। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ২৮ মার্চ দুপুর ৩ টে পর্যন্ত। ভোট গ্রহণ করা হবে ২৫ এপ্রিল সকাল ৭টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত। জেলাশাসক জানিয়েছেন, মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হবে সংশ্লিষ্ট মহকুমাশাসকের অফিসগুলিতে।

চারটি পুরসভার মোট ভোটার ১,৫৫,২৫৯ জন। মোট বুথের সংখ্যা ১৮৫টি। পুরুষ ভোটার ৭৮,৯৯৪ জন, মহিলা ভোটর ৭৬,২৬৪ জন। দাঁইহাট পুরসভার ১৪টি ওয়ার্ডে ২০টি বুথে ভোটদাতা ১৭,৬৭২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৯,১৫০ জন এবং মহিলা ৮,৫২২ জন। কালনা পুরসভায় ১৮টি ওয়ার্ডে ৫২টি বুথে ভোটদাতা ৪১,৬৯৮ জন। পুরুষ ভোটার ২১,২৪২ জন, মহিলা ভোটার ২০,৪৫৫ জন। কাটোয়া পুরসভার ২০টি ওয়ার্ডে ৭৬টি বুথে ভোটদাতা ৬৩,৪৮৬ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৩২,১৯৫ জন এবং মহিলা ৩১,২৯১ জন। মেমারি পুরসভার ১৬টি ওয়ার্ডে ৩৭টি বুথে ভোটদাতা ৩২,৪০৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১৬,৪০৭ জন এবং মহিলা ১৫,৯৯৬ জন। দাঁইহাট পুরসভা ও কাটোয়া পুরসভার নির্বাচনের জন্য গণনাকেন্দ্র কাশীরাম দাস ইন্সটিটিউশন, কালনার জন্য রাজ হাইস্কুল, এবং মেমারির জন্য বিডিও অফিস মেমারি-১ ব্লক। অন্যান্য নির্বাচনের মতোই এই চারটি পুরসভাতেই নির্বাচনী সমস্ত নিয়ম লাগু করা হয়েছে।

কালনা পুরনির্বাচনে বামফ্রন্টের প্রার্থীরা

ওয়ার্ড নম্বর	প্রার্থী নাম
১	মণিপ্রভা ভাদুড়ী
২	সুমিতা ঘোষ
৩	সন্দীপ রায়
৪	ডা. গৌরাঙ্গ গোস্বামী
৫	সুধীর হালদার
৬	নূপুর সাঁতরা
৭	অলোক সাহা
৮	কবিতা চক্রবর্তী
৯	মনোরঞ্জন সাহা (সি পি আই)
১০	অলোক সাহা
১১	ফাল্গুনি মল্লিক
১২	নীরব খাঁ
১৩	প্রতীমা মণ্ডল
১৪	স্বপন আইচ
১৫	সীমা সরকার (ফঃ বঃ)
১৬	শুভাশিষ সরকার
১৭	সুশান্ত দে
১৮	সীমা হালদার

উল্লেখ্য, ১৮ জন প্রার্থীর মধ্যে সি পি আই(এম)-১৬, ফরওয়ার্ড ব্লক - ১ ও সি পি আই -১। ১০ প্রার্থীই নতুন।

ভোটার তালিকায় আধার কার্ড নম্বর যুক্ত করার কাজ শুরু হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৬ মার্চ : সম্প্রতি ভারতীয় নির্বাচন কমিশন 'ন্যাশনাল ইলেকটোরাল রোলস পিউরিফিকেশন অ্যান্ড অথেনটিকেশন প্রোগ্রাম' কর্মসূচি নিয়েছে। ওই কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি করা। এজন্য ভোটারদের আধার নম্বর ন্যাশনাল ভোটার সার্ভিস পোর্টালে যুক্ত করা হবে। এর ফলে ভুয়ো ভোটার চিহ্নিত করা যাবে। তবে ভোটাররা নিজেরাও সরাসরি www.svps.in ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজেদের আধার নম্বর পোর্টালে যুক্ত করতে পারবেন। ভোটার তালিকায় আধার কার্ডের নম্বর সংযুক্তিকরণের জন্য কাজে নামতে চলেছে বর্ধমান জেলা নির্বাচন দপ্তর। ১৬ মার্চ এক সাংবাদিক বৈঠকে অতিরিক্ত জেলা শাসক উৎপল বিশ্বাস জানান, ১ এপ্রিল থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত বুথ লেভেল অফিসাররা ভোটারদের বাড়িতে এই সংক্রান্ত ফর্ম নিয়ে যাবেন। সেই ফর্মের মধ্যে এপিক নম্বর, আধার নম্বর ও মোবাইল নম্বর উল্লেখ করার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা থাকবে। অতিরিক্ত জেলা শাসক(সাধারণ) উৎপল বিশ্বাস এবং ও সি ইলেকশন সৈকত গাঙ্গুলী এবং বর্ধমান জেলায় আধার কার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ভাস্কর পাল বৈঠকে বসেন। নির্বাচন কমিশনের ন্যাশনাল ভোটার সার্ভিস পোর্টাল ভোটার কার্ডে আধার নম্বর সংযুক্তিকরণ কর্মসূচিতে সব কটি রাজনৈতিক দল জেলা নির্বাচন দপ্তরকে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আধার নম্বর সংযুক্তিকরণের পাশাপাশি ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধনের জন্য নির্দিষ্ট ফর্ম বিলি করা হবে বলেও তাঁরা জানান।

জেলা নির্বাচন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে আগামী ১২ এপ্রিল, ১০ মে, ১৪ জুন এবং ১২ জুলাই জেলার সব বুথে স্পেশাল ক্যাম্প করা হবে। ওইসব ক্যাম্পে বি. এল. আর.ও সরবরাহ করা ফর্ম পূরণ করে জমা দেওয়া হবে। তাছাড়াও ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য ৬ নম্বর ফর্ম, সংশোধনের জন্য ৮ নম্বর ফর্ম এবং ভোটার তালিকা থেকে নাম বিয়োজনের জন্য ৭ নম্বর ফর্ম সংগ্রহ করে তা জমা দেওয়া যাবে। ভাস্কর পাল আরও জানান ছয় বছরের ঊর্ধ্বে শিশুরা এই আধার কার্ড করতে পারবে।

মেমারি পুরসভা নির্বাচন-২০১৫

সি পি আই(এম)-এর প্রার্থী তালিকা

ওয়ার্ড নং -১
প্রদীপ রজক
(সাধারণ)

ওয়ার্ড নং -৯
টুলু বাগ
(তপঃ-মহিলা)

ওয়ার্ড নং -২
রুনা লায়েক
(মহিলা)

ওয়ার্ড নং -১০
অশোক কুমার যশ
(সাধারণ)

ওয়ার্ড নং -৩
নিয়াজউদ্দিন সেখ
(সাধারণ)

ওয়ার্ড নং -১১
নমিতা কিস্কু
(উপঃ মহিলা)

ওয়ার্ড নং -৪
সৌমেন হাজরা
(সাধারণ)

ওয়ার্ড নং -১২
শত্রুঘ্ন ধারা
(তপঃ)

ওয়ার্ড নং -৫
মানু ভট্টাচার্য
(মহিলা)

ওয়ার্ড নং -১৩
অভিজিত কোঙার
(সাধারণ)

ওয়ার্ড নং -৬
পীযূষকান্তি বিশ্বাস
(সাধারণ)

ওয়ার্ড নং -১৪
রঞ্জিত সরকার
(তপঃ)

ওয়ার্ড নং -৭
বদ্রীচরণ লাহা
(সাধারণ)

ওয়ার্ড নং -১৫
নাজমুননীহার সেখ
(মহিলা)

ওয়ার্ড নং -৮
সুমিতা বসু
(মহিলা)

ওয়ার্ড নং -১৬
সাজিদ হোসেন
(সাধারণ)

হিন্দুস্তান কেবল্‌সের ভবিষ্যৎ কী?

বিশেষ প্রতিবেদন : হিন্দুস্তান কেবলস্ অধিগ্রহণের বদলে বন্ধের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত কেন্দ্রের সরকার। গত ১২ বছর একটানা পুনরুজ্জীবনের লড়াই চালিয়ে হিন্দুস্তান কেবলস্ কর্মীরা যখন প্রতিরক্ষা দপ্তর কর্তৃক অধিগ্রহণের প্রক্রিয়ায় আশার আলো দেখতে শুরু করেছেন ঠিক তখনই সবচেয়ে বড় আঘাতটা এল বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের ক্যাবিনেট কমিটি ফর ইকনমিক অ্যাফেয়ার্সের চিঠিতে। সেখানে বলা হয়েছে হিন্দুস্তান কেবলস সহ চারটি কারখানাকে বন্ধের পথে এগোচ্ছে কেন্দ্রের সরকার। দেশের মানুষকে মিথ্যে ''আচ্ছা দিনের'' স্বপ্ন দেখিয়ে প্রচারে ঝড় তুলে ক্ষমতায় আসে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার। হিন্দুস্তান কেবলস্ সহ আসানসোলের মানুষও স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন রুগ্ন শিল্পাঞ্চলে বুঝি এবার সুখের হাওয়া বইবে। এই আশায় গোটা পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ভাগ্যে জোটা দুটি আসনের একটি আসানসোল কেন্দ্র উপহার পেয়ে যান বিজেপি প্রার্থী গায়ক বাবুল সুপ্রিয়। তারপর আরও একধাপ এগিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রীর পদও জুটে যায় তাঁর কপালে। আর এরপর প্রতিশ্রুতির প্লাবনে ভাসিয়ে দেন শিল্পাঞ্চলের মানুষকে। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি চিঠিকে উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন তার উদ্যোগেই নাকি রুগ্ন হিন্দুস্তান কেবলসকে অধিগ্রহণ করছে প্রতিরক্ষা দপ্তরের অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ড। গত বছরে শেষ দিকে অসময়ে কেবলসে আবির উড়িয়ে দোল উৎসব পালন করে বিজেপি কর্মীরা। নস্যাৎ করে দিতে চায়—গত চোদ্দ বছর ধরে বাসুদেব আচারিয়া, বংশগোপাল চৌধুরীর নেতৃত্বে কেবলস্ কর্মীদের পুনরুজ্জীবনের লড়াইকে।

আর ঠিক এ বছর মার্চে ঠিক যখন দোল উৎসবের প্রকৃত সময় তখন কর্মীদের মধ্যে কেবল হতাশা। দীর্ঘ পুনরুজ্জীবনের লড়াইয়ের মাঝে গত ২০১১ তে দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকার প্রতিরক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে অধিগ্রহণের বিষয়টি বিবেচনার মধ্যে এনে কেবলস্ নিয়ে পর্যায়ক্রমে সমীক্ষার কাজ চালিয়ে যায়। ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে সাংসদ বাসুদেব আচারিয়ার নেতৃত্বে হিন্দুস্তান কেবলস্-এর এক শ্রমিক প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর সাথে দেখা করে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া দ্রুত করার দাবি জানান। শ্রমিক প্রতিনিধিরা তখনই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন নির্বাচনে সরকার বদল হলে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে। প্রতিশ্রুতি রাখেননি মনমোহন সিং সরকার। নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাঝেই খবর পাওয়া যায় অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ফাইল ফেরৎ পাঠিয়েছে ভারি শিল্পমন্ত্রক। নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাঝেই দিল্লিতে যোগাযোগ করেন বাসুদেব আচারিয়া। তিনি সচিব পর্যায়ে আর্জি জানান। অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া যেন বহাল থাকে। এর মাঝে অবশ্য প্রতিরক্ষা দপ্তর অধিগ্রহণের বিষয়ে সবুজ সঙ্কেত দেয়। শুধু দায় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া বাকি ছিল।

লোকসভা নির্বাচনে বামপন্থীদের ফলাফল খারাপ হওয়া সত্ত্বেও বাসুদেব আচারিয়া সহ অন্যান্যরা অধিগ্রহণের জন্য চাপ তৈরি করেন কেন্দ্রের ওপর। অতঃপর কেন্দ্রের সরকারের তরফে এক চিঠিতে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চালু রাখার কথা জানানো হয়। অধিগ্রহণের শর্ত হিসাবে বলা হয় বর্তমান কর্মীদের দেশের অন্যান্য অর্ডিন্যান্স কারখানায় স্থানান্তর করা হবে। অবসরের বয়স ৬০ থেকে ৫৮ বছর করা হবে। যারা ট্রান্সফার নিতে রাজি নয় তাদের বাধ্যতামূলক ভাবে স্বেচ্ছায় অবসর নিতে হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুস্তান কেবলস্-এর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

কর্মীদের অবসরের বয়স এক তরফা ভাবে ৬০ থেকে ৫৮ করার কথা ঘোষণা করেন মাস দুয়েক আগে। দু-মাসের সময় সীমা বেঁধে দেন কর্তৃপক্ষ। এতে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা যৌথমঞ্চ গড়ে কেবলস্ প্রশাসনিক ভবনের গেটে লাগাতার বিক্ষোভ অবস্থান শুরু করেন। প্রশাসনিক কর্তারা কেবলস্ আবাসনে থেকেই প্রশাসনিক কাজ চালাতে থাকেন। শ্রমিক নেতাদের দাবি মতো প্রশাসনিক অফিসে বসে আলোচনায় বসার আবেদনকে প্রত্যাখ্যান করেন। অগত্যা শ্রমিকরা অবসরের বয়স কমানোর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতের শরণাপন্ন হন। অবসরের বিষয়টি এখন আদালতের বিবেচনাধিন। এরই মাঝে এ মাসের মাঝামাঝি কর্তৃপক্ষ দৈনিক সংবাদপত্রে ১৩৫ জন ৫৮ উত্তীর্ণের অবসরের নোটিশ দিয়ে দেন। এর বিরুদ্ধে জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির উদ্যোগে প্রশাসনিক অফিসে ধারাবাহিক ধর্ণা চলছেই। তারই মাঝে ক্যাবিনেট কমিটি ফর ফিনানসিয়াল অ্যাফেয়ার্সের ডিরেক্টরের ওই চিঠি এসে পরে শ্রমিক কর্মচারীদের হাতে। হিন্দুস্তান কেবলস্ হায়াদ্রাবাদ ইউনিটের অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদকের চিঠির প্রত্যুত্তরে ওই ডাইরেক্টর চিঠিতে জানিয়েছেন ২৯ ডিসেম্বর ক্যাবিনেট কমিটিতেই সিদ্ধান্ত হয়, হিন্দুস্তান কেবলস্ সহ চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হবে। অথচ, ওই সময়ই অন্তত ৬৫০ জন কর্মী অধিগ্রহণের শর্তে দেশের অন্যত্র ট্রান্সফারের কাগজে সই করেছেন। ওই চিঠিতে আরো বলা হয়েছে হিন্দুস্তান কেবলস্ কর্তৃপক্ষকে ২০০৭-এর বেতনক্রম অনুযায়ী স্বেচ্ছায় অবসরের সময় পাওনাগন্ডার হিসাব জমা দিতে বলা হয়। জানা গেছে কর্তৃপক্ষ তা জমাও দিয়েছে। কেবলস্ কর্মীরা এখন দিন গুনছেন কখন চূড়ান্ত দুঃসংবাদটা তাদের কাছে আসবে। তারা মনে করছেন কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার এবং স্থানীয় সাংসদ তাদের সাথে প্রতারণা করেছেন। এক বছরের বেতনহীন অসহায় জীবনদহনে অনিশ্চয়তার কালোমেঘে বসন্ত হয়ে গেছে শিল্পাঞ্চলে।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি উমা বৈরাগ্য, স্বামী বাসুদেব বৈরাগ্য, ছোটো নীলপুর, মধ্যপাড়া, পোঃ - শ্রীপল্লী, থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১২ মার্চ, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম উমা বৈরাগ্য যা রেশনকার্ডে ভুলবশত খুকুরানি বৈরাগ্য নথিভুক্ত হয়েছে। খুকুরানি বৈরাগ্য ও উমা বৈরাগ্য এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি Sekh Mofiz, S/o - Late Sekh Tohid পার্কাস রোড, মসজিদতলা (লসকরদিঘি উত্তরপাড়), পোঃ , থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৮ মার্চ, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম Sekh Mofiz, S/o - Late Sekh Tohid আমার নাম ভুলবশত ভোটার কার্ডে Sekh. Mafiz, S/o - Sk. Tohid, রেশন কার্ডে Sk. Mofiz Hossain, S/o - Late Sk. Taid এবং আধার কার্ডে Sk. Mofiz, S/o - Late Sk. Tahit নথিভুক্ত হয়েছে। Sekh Mofiz, S/o - Late Sekh Tohid, Sekh. Mafiz, S/o - Sk. Tohid, Sk. Mofiz Hossain, S/o - Late Sk. Taid এবং Sk. Mofiz,S/o - Late Sk. Tahit এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি নুরজামাল মোল্লা, পিতা - নবীরালী মোল্লা, ঘটিহারনিয়া, চুপড়িঝারা, থানা - কুলতলি, জেলা - ২৪ পরগনা, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৮ মার্চ, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম রাজ মোল্লা, যা জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত রাজেশ মোল্লা নথিভুক্ত হয়েছে। রাজ মোল্লা ও রাজেশ মোল্লা এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সাইফুদ্দিন মণ্ডল, পিতা - প্রয়াত কওশের মণ্ডল, গ্রাম - কুমরুল, পোঃ - বিউর, থানা - ইন্দাস, জেলা - বাঁকুড়া। নোটারি পাবলিক বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়ার ২০ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার প্রকৃত নাম সিমরিন মণ্ডল, পিতা - সাইফুদ্দিন মণ্ডল, যা জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত শিউলি মণ্ডল নথিভুক্ত হয়েছে। সিমরিন মণ্ডল ও শিউলি মণ্ডল, পিতা সাইফুদ্দিন মণ্ডল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি রুপা গড়াই, স্বামী প্রশান্ত গড়াই, লাকুড্ডি, বাঁকার পাড়, পোঃ - লাকুড্ডি, থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে এক এইফডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম রুপা গড়াই, স্বামী প্রশান্ত গড়াই। রেশন কার্ডে আমার নাম ভুলবশত সুপর্ণা গড়াই, স্বামী প্রশান্ত গড়াই নথিভুক্ত হয়েছে। রুপা গড়াই ও সুপর্ণা গড়াই, স্বামী প্রশান্ত গড়াই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি নাজমা খাতুন খান, পিতা - আসিম খান, তেলমাড়ুই, পণ্ডিত পুকুর, পোঃ , থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম নাজমা খাতুন খান, যা অন্যান্য অধিকাংশ নথিপত্রে লিপিবদ্ধ আছে। রেশনকার্ডে আমার নাম ভুলবশত নাজমুন নেশা লিপিবদ্ধ আছে। নাজমা খাতুন খান এবং নাজমু নেশা, পিতা আসিম খান এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

বাজেট বিশ্লেষণ

—প্রথম পাতার পর

বড়লোকদের জন্য পোয়াবারো বাজেট বলে আখ্যায়িত করেন শ্রী দাশগুপ্ত। সমস্ত জনকল্যাণকর প্রকল্প বাজেটে কাটছাঁট করে বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ধনীদের জন্য ৪০ হাজার কোটি টাকা ছাড় দেওয়া হয়েছে এই বাজেটে। কালো টাকা উদ্ধার করা হবে বলে ভোট নিয়ে উদ্ধারের কোনো গল্প নেই, কথা বলা নেই এই বাজেটে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন পুর চেয়ারম্যান আইনুল হক। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা নেতা তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জী, উদয় সরকার, গৌরী ব্যানার্জী, অশোক ব্যানার্জী, জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য্য, সুধীর রায় প্রমুখ।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৯৩০ সালের ১৭ মার্চ; ২। বিমলচন্দ্র ঘোষ, ১৯১০ সালের ১৮ মার্চ, বেলিয়াতোড়ে (বাঁকুড়া); ৩। আফ্রিকা মহাদেশে, ২০ মার্চ, ১৯৫৬, তিউনিস; ৪। ১৯২৪ সালের ২১ মার্চ; ৫। অফ্রিকা মহাদেশে, ১৯৯০ সালের ২১ মার্চ, ইউন্ডহুক; ৬। ১৯৩৫ সালের ২১ মার্চ, ১৯০৬ সালের ৭ অক্টোবর; ৭। ১৯৫০ সালের ২১ মার্চ, ১৯৫৮ সালের ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত; ৮। লর্ড কর্নওয়ালিস, ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ; ৯। ১৮৯৪ সালের ২২ মার্চ চট্টগ্রামের নয়া পাড়ায়, ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি; ১০। ইএমএস নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে ১৯৫৭ সালের ২২ মার্চ; ১১। ১৮৯২ সালের ২৩ মার্চ, বর্ধমান জেলার বিষ্ণুপুরে, মৃত্যু ৮-১১-১৯৬৬; ১২। ১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ, লাহোর জেলে, বিপ্লবী শিবরাম হরি রাজগুরু এবং শুকদেব থাপার।

ফল প্রকাশে বেনজির নৈরাজ্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে : ২৪ মার্চ পথ অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২০ মার্চ : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে তুঘলকি কাজ চলছে। লিখিত পরীক্ষায় ৫ পেলেও পাস। এ এক অবিস্মরণীয়। এমনটাই ঘটেছে পার্ট ওয়ান ইংলিশ অনার্সের পরীক্ষার ফলে। মাত্র ৫ নম্বর পেয়ে পরীক্ষার্থী পাস করে গেছে। এটা কি করে সম্ভব তা নিয়ে তদন্তের দাবি করেছে এস.এফ.আই। এমনই সংখ্যা—তত্ত্ব বিভাগে পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় প্রাকটিক্যাল পরীক্ষায় শূন্য পেয়েছে। কিন্তু সেই ছাত্রকে পাস করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এস.এফ.আই-র পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছে একজন পরীক্ষার্থী প্রাকটিক্যাল পরীক্ষায় উপস্থিত থেকে শূন্য কী করে পায়? এবং পেলেও সেই ছাত্র পাস করে কী করে? রানিগঞ্জ টি ডি বি কলেজের অধ্যক্ষ বর্ধমান বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে লিখিত ভাবে জানান, তাদের কলেজের ৯ জন ছাত্র অ্যাডমিট কার্ড ছিল না কিন্তু তারা পরীক্ষা দিয়েছে। এটা কী করে সম্ভব? অ্যাডমিট কার্ড ছাড়া ৯ জন ছাত্র পরীক্ষায় বসলো কী ভাবে? সাংবাদিক বৈঠকে সমস্ত তথ্য তুলে দিয়ে এস. এফ. আই-র জেলা সম্পাদক দীপঙ্কর দে অভিযোগ করেন, পার্ট-২ পরীক্ষা ৭- মাস১১ দিন আগে শেষ হয়েছে কিন্তু পরীক্ষায় ফল এখনো প্রকাশ হয়নি। এই বিলম্বে ৮০ হাজার ৭৬১ জন ছাত্র-ছাত্রী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

পার্টটাইম চুক্তিবদ্ধ শিক্ষকদের দিয়ে অনার্সের খাতা দেখানো হচ্ছে। যা একেবারেই করা যায় না। তাও আবার এক একজন শিক্ষক দু-হাজার তিন হাজার খাতা দেখতে বাধ্য করা হচ্ছে। পরীক্ষা নিয়ে এত জালিয়াতি আগে কখনো হয়নি। এখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ, এম.এস.সি, এম.কম-এর ত্রিশ আসনের কোনো ছাত্র ছাত্রী ভর্তিই হয়নি। পার্ট-২ প্রকৃত যথার্থ ফলাফল প্রকাশ করতে হবে। গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈরাজ্য চলছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে আগামী ২৪ মার্চ বর্ধমান, বীরভূম, হুগলি, বাঁকুড়ায় রাস্তা অবরোধ করবে ছাত্র-ছাত্রীরা।

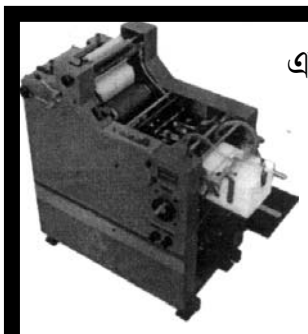

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

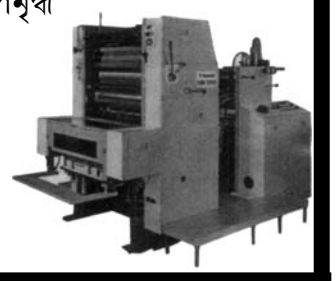

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা